শিক্ষক প্রশিক্ষকদের উপযোগী
মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ

পর্ব ৬

শিশুর অধিকার

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ
সি - ২/১০, সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী - ১০০০১৬

অনুবাদক ও প্রকাশক ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

উপদেষ্টা পরিষদ

অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত, সভাপতি, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী
অধ্যাপক সি. এইচ. কে. মিশ্র, পরামর্শদাতা, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী

পর্ব রচয়িতা

পর্ব ৬ ঃ ডঃ আর. এল. ফুতেলা, সি আই ই টি, এন সি ই আর টি, নতুন দিল্লী, সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়, নতুন দিল্লী
পর্ব ৭ ঃ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৮ ঃ ডঃ পি. কে মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। সহায়তা —শ্রীমতি বন্দনা শর্মা, গবেষিকা
পর্ব ৯ ঃ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। সহায়তা—শ্রীমতি বন্দনা শর্মা, গবেষিকা

পর্যালোচক

পর্ব ৬ ঃ ডঃ এম. সি. শর্মা, স্কুল অব এডুকেশন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী
পর্ব ৭ ঃ অধ্যাপক এম. আর. মহান্তি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৮ ঃ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৯ ঃ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিলিপি সম্পাদনা ঃ বি নটরাজন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, সি - ২/১০ সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লী - ১১০০১৬ এর পক্ষে সদস্য সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাগরি প্রিন্টার্স, নবীন শাহদ্রা, দিল্লী - ১১০০৩২ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গানুবাদ প্রকাশনা গ্রন্থসত্ত্ব ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫/৩ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা - ১৯
বঙ্গানুবাদটি রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে, অধিকর্তা ডঃ মধুসূদন চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ১১/১ দুর্গাপিথুরী লেন, কলিকাতা - ১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত নকশার দ্বিতীয় খন্ডের মুখবন্ধ

আমরা আনন্দের সঙ্গে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক আরো চারটি পর্বের বর্তমান খন্ডটি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের হাতে তুলি দিচ্ছি। একই বিষয়ে ১৯৯৫ - ৯৬ সালে ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত পাঁচটি পর্ব সমন্বিত প্রথম খন্ডটি সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট প্রশংসা সূচক ও উৎসাহব্যঞ্জক। এন. সি. টি. ই কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক প্রকল্পের ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ইতিবাচক সামাজিক বাণী বহনের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

পূর্ববর্তী খন্ডটিতে, যে পর্বগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল তা হল, — মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ ভূমিকা, বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মানবাধিকার, প্রায়োগিক কলাকৌশল এবং নারী শিশুর অধিকার। বর্তমান খন্ডটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে, — **শিশুর অধিকার, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা**। জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের উপযোগী কোনো ধরণের উপাদানই লভ্য নয়। প্রথম পর্বে উপজীব্য বিষয় হল রাষ্ট্রসংঘের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সম্মেলন, শেষ তিনটি পর্বে বিস্তৃতভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করি এগুলি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কিছুটা আইনি শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী হবে, যা আমাদের দেশে নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যবোধের উন্নত উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

এই পর্ব গুলি রচনার ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায় — যে সমস্ত বিষয় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত, সেখানে লিখিত উপাদানগুলিতে রচয়িতাদের রাজনৈতিক মতামতের ছাপ অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়তে পারে এবং তাতে অনাবশ্যক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই পর্ব গুলিতে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা রচয়িতাদের নিজস্ব, এন. সি. টি. ই-র নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এও বলে রাখা ভাল যে পূর্ববর্তী খন্ডটির মত এই পর্ব গুলিও পূর্ণাঙ্গ রচনার খসড়া মাত্র। পাঠক/পাঠিকা এবং পেশাদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে রচনাগুলির মান উন্নয়নে যে কোনো প্রস্তাব সাদরে আহ্বান করছি।

এই পর্ব গুলির হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ যথাসময়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এন. সি. ই . আর. টি, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ্‌রা যাঁরা এই পর্বগুলি রচনার জন্য সময় ব্যয় করেছেন এবং আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লীর ডঃ এন. সি. শর্মা, যিনি এই পর্ব গুলি সম্পাদনা করেছেন তাঁদের সকলের অবদানের কথা স্বীকার করছি। আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকদ্বয় এম. আর. মহান্তি এবং এল. এন. মিশ্রের নামও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি যাঁরা অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যেও গণতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক পর্বটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন।

জে. এস. রাজপুত
সভাপতি
এন. সি. টি. ই.
নতুন দিল্লী

অনুবাদকের কথা

মানবাধিকার বর্তমান পৃথিবীতে একটি বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু মানবাধিকারের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যথেষ্ট তৎপর হলেও মানবাধিকারের ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দিকগুলির বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা এখনও আশানুরূপ ভাবে স্পষ্ট নয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের ছাত্রাবস্থা থেকেই সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে পারে তার জন্য সুসংহত প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকরা যাতে যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে বিদ্যালয় স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদেরকে মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন তার জন্য এন. সি. টি. ই তথা রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ, নতুন দিল্লী নানা ধরণের পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এই সংস্থা **"হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড ন্যাশনাল ভ্যাল্যুস্ ফর টিচার এডুকেটরস্"** এই শিরোনামের মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে দুটি খন্ডে মোট নয়টি পর্ব পুস্তিকাকারে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এন. সি. টি. ই-র অনুরোধক্রমে আমি নিজে ইতি মধ্যেই প্রথম পাঁচটি পর্ব বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি। এবং রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সেগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছে।

এন. সি. টি. ই পুনরায় অনুরোধ করার ফলে আমি বর্তমান চারটি পর্ব যথাক্রমে— **শিশুর অধিকার, গণতন্ত্র ও শিক্ষা, সাম্যবাদ ও শিক্ষা এবং শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা** অনুবাদ ও প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। এই চারটি পর্ব একত্রে দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে। আমার এই প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানো যাতে তাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদেরকে মানবাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এবং এই ভাবেই মানবাধিকারের বিভিন্ন ধরণগুলি বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রোথিত হবে বলে আমি আশা করি। এই সব কারণে আমি নিজেই বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছি। নিজের নানা ব্যস্ততা এবং পরিভাষার অপ্রতুলতার জন্য অনুবাদে যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তার দায় একান্তভাবেই আমার উপর ন্যস্ত।

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত বর্তমান অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন। এর জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ ও খসড়া পরিমার্জনের ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রী নিলয় মুখার্জ্জী, ডঃ তীর্থঙ্কর পুরকায়স্থ এবং ডঃ মিতা চক্রবর্তী। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

নভেম্বর, ১৯৯৮

আপনারা এইখানে আছেন

পর্ব ৬	শিশুর অধিকার ডঃ আর.এল.ফুটেলা *(Dr. R.L.Phutela)* সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার *(Ms.Sandhya Kumar)*	← আপনারা এইখানে আছেন
পর্ব ৭	গণতন্ত্র ও শিক্ষা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr.P.K.Mishra)*	
পর্ব ৮	সাম্যবাদ ও শিক্ষা, ভারতীয় অভিজ্ঞতা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr.P.K.Mishra)* সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা *(Ms. Vandana Sharma)*	
পর্ব ৯	শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr. P.K.Mishra)* সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা *(Ms Vandana Sharma)*	

সাধারণ নির্দেশিকা

১. এটি একটি স্বশিক্ষণ উপাদান। প্রতিটি রচনা শুরু হয় তার অবয়ব, উদ্দেশ্যসমূহ এবং ভূমিকা সহ। এগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি রচনাটির ব্যাপ্তি এবং অভিমুখ সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করে। এগুলি মন দিয়ে পড়ুন। এই রচনাটি নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন এগুলি স্মরণ রাখবেন।

২. বিষয়বস্তুকে অংশ ও উপঅংশে চিহ্নিত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তারপর 'আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন' শিরোনামে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। অংশ এবং উপঅংশ গুলি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনাদের উত্তরগুলি পুস্তিকার শেষে প্রদত্ত ঈঙ্গিত থেকে বিচার করুন। আপনারা যদি সঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন, ভাল কথা, এগিয়ে যান। অন্যথায় অংশ, উপ-অংশগুলি আবার পড়ুন এবং পুনরায় প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

৩. পর্ব গুলির প্রতি পাতায় দুই পাশে দৃষ্টি আকর্ষণী মন্তব্য লিখে রাখা উপকারে আসে। এই জন্য পুস্তিকার প্রতি পাতায় অনেকখানি জায়গা রাখা আছে।

৪. মানবাধিকার শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং এই পাঠ্য বস্তুর রচয়িতাদের মধ্যে বহু আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রথম খসড়া হিসাবে এই রচনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। একে আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। এন. সি টি. ই তে আপনাদের পাঠান মন্তব্য/প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

পর্ব ৬

শিশুর অধিকার

কাঠামো

৬.১. ভূমিকা
৬.২. উদ্দেশ্য
৬.৩. আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপট ঃ মানবাধিকার থেকে শিশুর অধিকার
৬.৪. ভারতীয় পটভূমিকা ঃ শিশুর যত্ন ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
৬.৪.১. সাংবিধানিক সংস্থান
৬.৪.২. আইনী ব্যবস্থা
৬.৫. সমস্যা ও বিচার্য বিষয়
৬.৫.১. শিশু ঃ গৃহে
৬.৫.২. শিশু ঃ বিদ্যালয়ে
৬.৫.৩. শিশু ঃ সমাজে
৬.৫.৩. প্রতিবন্ধী শিশু
৬.৬. শিক্ষক এবং শিক্ষক- প্রশিক্ষকের ভূমিকা
৬.৭. সারসংক্ষেপ করা যাক
৬.৮. আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন
৬.৯. পরিশিষ্ট ঃ শিশুর অধিকারের উপর সম্মেলন (১৯৮৯)

৬.১. ভূমিকা

বলা হয়ে থাকে যে শিশুরা মানবজাতির সম্পদ ও ভবিষ্যত। সে কারণেই তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের গুরুত্ব সব থেকে বেশী। তবু যেহেতু শিশুরা সর্বত্রই তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়ে চলেছে তাই বিশ্বজুড়ে তাদের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলেছে এবং নিরাপত্তা, কল্যাণ ও বেড়ে ওঠা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে গৃহীত বিবিধ সিদ্ধান্তে সে সকল পদক্ষেপ আছে। এই অংশে শিশুদের অধিকার ও সেইসব অধিকারগুলির বিষয়ে আপনারা তরুণ শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সচেতন করে তুলবেন ও সেগুলি যাতে সুরক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করবেন সে বিষয়ে জানতে পারবেন, আর তবেই শিশুদের বিকাশকে চরম পরাভবের হাত থেকে বাঁচানো যাবে এবং বড়ো হওয়ার সাথে সাথে শিশুরা তাদের অন্তর্লীন সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে সক্ষম হবে।

৬.২. উদ্দেশ্য

এই অংশ পাঠ করার পর আপনাদের পক্ষে যা সম্ভব হবে তা হল ঃ

- মানুষের অধিকারবোধ থেকে উদ্ভূত শিশুর অধিকার সম্পর্কিত ধারণার ক্রমবিকাশের পথটিকে চিহ্নিত করা ;
- শিশু প্রতিপালন ও বিকাশের লক্ষ্যে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলি বর্ণনা করা;
- শিশুর সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য সাংবিধানিক সংস্থান ও সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন গুলির বর্ণনা করা;
- পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও জনগোষ্ঠীতে শিশুরা যে সকল অবহেলা, বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয় সেগুলি চিহ্নিত করা ;
- শিশুর সুরক্ষা, কল্যাণ ও কাম্য বিকাশের অধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় জড়িত বিষয়গুলিকে বোঝা ;
- শিশুর সমস্যাগুলির মোকাবিলায় গৃহীত পদ্ধতি ও পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা ও দৈনন্দিন জীবনে তার অধিকার রক্ষার প্রশ্নটি সুনিশ্চিত করা;

৬.৩. আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপট ঃ মানবাধিকার থেকে শিশুর অধিকার

শিশুর মানবিক অধিকারের প্রশ্নটি প্রথম স্বীকৃত ও আলোচিত হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লীগ অব নেশন্সের মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণায়। প্রাথমিকভাবে শিশুর অধিকারের ব্যাপারটি দাসত্ব, শিশুশ্রমিক, দেহ ব্যবসায়ে নাবালক/নাবালিকা পাচার ও ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয়েছিল। ক্রমশঃ বোঝা গেল যে শিশুর অধিকারের প্রশ্নটি জটিল এবং কোনো চটজলদি সমাধানও সম্ভব নয়। শিশুর স্বাধিকার স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনে তার স্বীকৃতি, গ্রহণশীলতা ও যথার্থ প্রয়োগ ঘটা চাই।

এই অধিকারগুলি দৃঢ়তা সহকারে রাষ্ট্র সংঘেও ঘোষিত হয় এবং তা ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। এইসব অধিকারের সার্বিক গ্রহণশীলতা ও প্রয়োগের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

— ১৯২৪ সালে লীগ অব নেশন্সে মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা;
— ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার সনদের ঘোষণা;
— ১৯৫৯ সালে শিশুর অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা;
— ১৯৭৯ সালে আর্ন্তজাতিক শিশুবর্ষ পালন;
— ১৯৮৯ সালের ২০ শে নভেম্বর সাধারণ পরিষদে শিশুর অধিকার বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রস্তাব গ্রহণ;
— ১৯৯০ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর শিশুদের জন্য বিশ্ব শিখর সম্মেলন (World Summit for Children) তাদের বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও বিকাশের লক্ষ্যে উচ্চারিত ঘোষণা।

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সুপারিশগুলি আলোচনা করা হল ঃ

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি হলো ১৯২৪ সালে লীগ অব নেশন্সের পরিষদে গৃহীত ঘোষণাপত্রটি, যা Geneva Declaration on Rights of Child বা 'শিশুর অধিকার বিষয়ে জেনেভা ঘোষণা' বলে পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সংঘটিত ধ্বংসলীলা কিভাবে শিশুর অধিকারকে পদদলিত করেছে সে সম্পর্কে এ দলিলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই ঘোষণায় শিশুর বস্তুগত প্রয়োজনের উপর যেমন জোর দেওয়া হয়েছিল তেমনি বলা হয়েছিল যে শিশুকে তার স্বাভাবিক বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। সেই ব্যবস্থার মধ্যে আছে ক্ষুধার্তের জন্য খাদ্য, অসুস্থের জন্য শুশ্রূষা, প্রতিবন্ধীদের জন্য সাহায্য এবং অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রয় তথা শারীরিক ও মানসিক অবলম্বনের যোগান দেওয়া।

১৯৫৯ সালের শিশুর অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের ভিত্তি যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো, *মানবজাতি তার শিশুর হাতে শ্রেষ্ঠবস্তুটি তুলে দিতে দায়বদ্ধ।* অর্থাৎ শিশুর প্রতি কর্তব্য কী তা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, আর শিশুর অধিকারকে তার ন্যায্য দাবী বলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এই ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় অধিকার আর স্বাধীনতার কথা রয়েছে। যে দশটি নীতির কথা বলা হয়েছে তাতে কিন্তু শিশুর স্বাধীনতার কথা কিছুই নেই, যা আছে তা শুধু কিছু সাধারণ নীতির ঘোষণা। বলা হয়েছে যে শিশুর অধিকার আছে যে ঃ

- সে স্নেহ ভালোবাসা ও বিশ্বাসে লালিত হবে;
- সে সমাজের প্রয়োজনীয় সদস্য বলে চিহ্নিত হবে এবং তার প্রতিভার বিশেষ দিকগুলি পরিস্ফুট করে তুলতে পারবে;
- সে পাবে খেলাধূলোর জন্যে যথেষ্ট সময় ও পরিসর;
- তার থাকবে একটি নিজস্ব নাম ও একটি নিজস্ব জাতি;
- যে কোনো বিপদে তাকেই প্রথম রক্ষা করতে হবে;
- তার থাকবে যথাযথ আবাস, যথেষ্ট খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ;
- বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ পাবে;
- প্রতিবন্ধী হলে বিশেষ যত্নের অধিকারী হবে
- সে শান্তির বাতাবরণে বেড়ে উঠবে এবং বিশ্বের সব মানুষকে ভাইবোনের মতো দেখবে।

আপনার মনে পড়বে যে ১ নম্বর পাঠ্যে ২ খন্ডে (১৯৫৯) সালের শিশুর অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে (The Declaration of the Rights of the Child) শিশুর অধিকারের উপর যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আপনারা সে সম্পর্কে পড়েছেন। যদি আরেকবার সেটি পড়ে দেখেন ও খুঁটিয়ে জেনে নেন কি সেই অধিকারগুলি তাহলে উপকৃত হবেন।

এইসব ঘোষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে সমস্ত প্রচারাভিযান চালানো হয়েছে, তারই ফলে গড়ে ওঠা সচেতনতার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭৯ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ (IYC) রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই শিশুবর্ষের প্রস্তুতি পর্বে প্রথম উপলব্ধি করা গেছিল যে শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করতে একটি চুক্তি বা আইন প্রণয়ন কতটা জরুরী। শিশুবর্ষে রাষ্ট্র সংঘের মানবাধিকার আয়োগ (United Nations Commission on Human Rights) ১৯৮৯ সালের চুক্তিটির উপর কাজ শুরু করে এবং তা অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদন পেয়ে কার্যে রূপায়িত হয় ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে। এই চুক্তি অনুযায়ী শিশুর সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ ঃ

জাতীয় আইনে অন্যথা নির্ধারিত না হলে শিশু বলতে ১৮ বছর বয়ঃক্রমের নীচে যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে।

আমরা এবারে *১৯৮৯ সালে শিশুর অধিকার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত* ***(Convention on the Rights of the Child)*** নিয়ে আলোচনা করব। এটি সামগ্রিকভাবে শিশুর বিকাশ ও কল্যাণের প্রশ্নে নিয়োজিত। এতে অসামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মানবাধিকারের সবকটি দিককেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে শিশুর বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য চাই তার স্বাধীনতা এবং আরো অনেক কিছুর সাথে, একটি সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ, চিকিৎসার সুযোগ এবং খাদ্য, পরিধান এবং আশ্রয়ের ন্যূনতম মান।

এই সম্মেলনে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সকল বৈষম্যের বিলোপ-সাধন। এই সম্মেলন অনুযায়ী, শিশু সমস্ত রকম অধিকার ভোগ করবে এবং তাতে তার নিজের এবং পিতামাতা বা অভিভাবকের জাত, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো মতামত, জাতীয় জনগোষ্ঠীগত বা সামাজিক পরিচর্যা সম্পদ, অক্ষমতা, জন্ম বা সামাজিক অবস্থান কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এই রচনার পরিশিষ্ট অংশে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের Convention on the Rights of the Child (1989) বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে। সেগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেবেন, যাতে আপনারা তার সুযোগ সুবিধাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং নিজেরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিশুর প্রযত্নের সাথে জড়িত সকল বয়স্ক মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। ১৯৯০ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বরে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও বিকাশ সম্পর্কে ঘোষণাপত্রটি শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। এই সম্মেলন স্বীকার করল যে বিশ্বজুড়ে শিশুরা নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে যা তাদের বেড়ে ওঠাকে বারবার বিঘ্নিত করছে। তারা শিকার হচ্ছে দারিদ্র ও অর্থনৈতিক সংকটের এবং অপুষ্টিজনিত কারণে ও অসুখ-বিসুখে বৃহৎ সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।

এই শীর্ষসম্মেলনে বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর জন্য কিছু সাধারণ কর্তব্য ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছিল এগুলি হল শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলি ব্যাপকতর করা, প্রতিবন্ধী শিশুদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, নারীর ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করা, সাক্ষরতা ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং শিশুর পরিচর্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা যাতে সে নিরাপদ ও সহায়ক বাতাবরণে বেড়ে উঠতে পারে। বিশ্বজুড়ে শিশুর বিকাশ ও কল্যাণের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনার উপরেও বিচার বিবেচনা করা হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে বিশ্বজুড়ে শিশুদের সমস্ত ধরণের সমস্যার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে এবং মানবজাতির কর্তব্যের কথা স্মরণে রেখে কীভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও বিকাশ নিশ্চিত করা যাবে, সেই পরিকল্পনা ও দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে।

ভারত ১৯৯২ সালে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাক্ষর করেছে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে সমস্ত অধিকারগুলি শিশুর জীবনে প্রযোজ্য হতে হবে, তা না হলে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। শিশুর অধিকার সম্পর্কিত চুক্তিপত্র একটি সবার্থ সাধক দলিল, যাতে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ আছে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১

(১) সঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) শিশুকে মানবজাতি তার ———— দিতে দায়বদ্ধ। (শ্রেষ্ঠ বস্তু/যা কিছু)

(খ) ১৯৮৯ সালের সম্মেলনে শিশুর সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারিত করা হয় যে শিশু হলো ———— বৎসর বয়ঃক্রমের নীচে কোনো ব্যক্তি, যদি না জাতীয় আইন আরো কম বয়স নির্ধারণ করে থাকে। (১৪/১৮)

(২) স্বাভাবিক এবং প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে ১৯৫৯ সালের ঘোষণায় যে সকল নীতির কথা রয়েছে সেগুলি বর্ণনা করুন।

(ক) স্বাভাবিক শিশুর জন্য

(খ) প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য

---

(৩) ১৯৫৯ সালের ঘোষণাকে নীতি সংক্রান্ত ঘোষণা কেন বলা হয় তা সংক্ষেপে (আনুমানিক দুটি পংক্তিতে ব্যাখ্যা করুন)।

---

(৪) কোন্ ঘোষণা বা চুক্তি (Convention) অনুযায়ী বৈষম্য হীনতা একটি প্রধান নীতি?

(ক) শিশুর অধিকার বিষয়ক ঘোষণা, ১৯৫৯ (Declaration of Rights of the Child, 1959)

(খ) শিশুর অধিকার বিষয়ক চুক্তি ১৯৮৯ (Convention on the Child Rights, 1989)

(গ) শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও বিকাশ সম্পর্কে বিশ্বঘোষণা, ১৯৯০ (World Declaration of Summit Protection and Development of Children, 1990)

(৫) শিশুর পরিচয়কে বড় করে দেখে তাদের নিরাপদ ও সহায়ক বাতাবরণে আপন যোগ্যতার স্ফুরণকে সম্ভব করে তোলার কথা বলা হয়েছে যে ঘোষণায় বা চুক্তিতে, তার সাল হলো

(ক) ১৯৫৯

(খ) ১৯৮৯

(গ) ১৯৯০

৬.৪. ভারতীয় প্রেক্ষাপট ঃ শিশুর প্রযত্ন ও বিকাশের জন্য পদক্ষেপ

শিশুর কল্যাণের ধারণাটি ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ঐতিহাসিক ভিত্তি এদেশে অনেককালের। ভারতীয় সংবিধানে শিশুর সুরক্ষা, বিকাশ ও কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি বিধান হল শিশুদের ধর্ম, জাতপাত বা লিঙ্গের বৈষম্য থেকে বাঁচানো ও সবরকম শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করে উৎকৃষ্টতর স্বাস্থ্যপ্রকল্প ও শিক্ষার মাধ্যমে সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ ও অর্থবহ জীবনে তাদের উত্তরণ ঘটাতে চায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিশুকল্যাণের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটে গেছে। আমাদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার কারণে সুপরিকল্পিত আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটানো হয়েছে ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে শিশুকল্যাণ পরিষেবার কথা ভাবা হয়েছিল। দ্বিতীয় (১৯৫৬ - ৬১), তৃতীয় (১৯৬১ - ৬৬) এবং চতুর্থ (১৯৬৯ -৭৫) পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্র অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং শিশুকল্যাণ পরিষেবা প্রকল্পগুলিকে শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনাকালে শিশু কল্যাণের পরিবর্তে শিশুর বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে পরিষেবা প্রকল্পগুলির সমন্বয় সাধনের বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিশু বিষয়ক নীতি প্রবর্তন ১৯৭৪ সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৭৫ সালে দেশের ৩৩টি ব্লকের জন্য ছয়টি সেবাপ্রকল্প নিয়ে তৈরী করা একগুচ্ছ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প [Intregrated Child Development Services (ICDS) Programme] চালু হয়।

১৯৭৯ সালের আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে জাতীয় শিশুনিধি বা National Children's Fund (NCF) তৈরী হয়। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে মা ও শিশুকে নিয়ে একগুচ্ছ স্বাস্থ্যপ্রকল্প দেওয়ার কথা ভাবা হলো। পরবর্তী ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনা দুটিতেও শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার রণনীতি অব্যাহত থাকে।

শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও বিকাশের উদ্দেশ্যে আহূত বিশ্বশিখর সম্মেলনে (World Summit on Survival Protection and Development of Children) গৃহীত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার জন্য ভারত ১৯৯২ সালে রচনা করল শিশুর উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action for Children)। ১৯৯২ সালের ২রা ডিসেম্বর ভারতবর্ষ শিশুর অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের চুক্তিটি অনুমোদন করে। অষ্টম পরিকল্পনার কাল থেকে সমস্ত সেবাপ্র কল্পকে একত্রিত করা ও সামাজিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য জনগোষ্ঠীকে আরো ক্ষমতা দেওয়ার কথা জোর দিয়ে ভাবা হচ্ছে।

এই সময়কালে যা যা ঘটেছে ঃ

(ক) ১৯৯৩ সালে জাতীয় পুষ্টি নীতি গ্রহণ করা;

(খ) ১৯৯৪ সালে বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (NGO) দপ্তর স্থাপন করা;

(গ) ১৯৯৫ সালে চালু হয় পাল্‌স পোলিও প্রতিষেধক কার্যক্রম;

(ঘ) ১৯৯৬ সালে শিশু বিকাশের স্বার্থে একটি সংযোগ ব্যবস্থা (Communication Strategy for Child Development) চালু হয়।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)-র রণনীতি অনুযায়ী শিশু বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কেবল জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থে একটি বাঞ্ছনীয় সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবেই নয়, উপরন্তু এর মাধ্যমে শিশুর আপন পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তোলার অধিকারটিও স্বীকৃত হয়েছে। শিশুর অধিকার সুরক্ষা ও বর্দ্ধিত করা এবং তার বিকাশের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নিয়ে দেশ একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৩টি সরকারী মন্ত্রক/বিভাগ নিয়ে দেশে গড়ে উঠেছে একটি বিশাল পরিকাঠামো। সেগুলিকে সহায়তা করছে অনেকগুলি স্বয়ংশাসিত সংস্থা এবং এক লাখেরও বেশী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত সংস্থা।

৫.৪.১ সাংবিধানিক সংস্থান

মানবজাতি শিশুর হাতে তার শ্রেষ্ঠ বস্তুটি তুলে দিতে দায়বদ্ধ— শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সকল ঘোষণার এই মৌল নীতি অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধান অনেকগুলি ব্যবস্থা রেখেছে যার ফলে শিশুর অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে। সেই ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১৫ নং ধারা...রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, জাতপাত, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা এগুলির যে কোনো একটির কারণে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এই ধারা বলে নারী ও শিশুদের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রকে বাধা দেওয়া যাবে না (বৈষম্য হীনতা)

২৩ নং ধারা...মানুষ পাচার, বেগার খাটানো এবং এ ধরণের অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ এবং এই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করলে তা আইনতঃ দন্ডনীয়। (মানুষ পাচার ও বাধ্যতামূলক শ্রমের নিষিদ্ধ করণ)

২৪ নং ধারা...চোদ্দ বছরের নীচে কোনো শিশুকে বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। (বিপজ্জনক কাজে শিশুর নিয়োগ নিষেধ)

৩৯ নং ধারা..শিশুর কচি বয়সকে অপব্যবহার করা চলবে না এবং রাষ্ট্র শিশুদেরকে তাদের বয়স ও শক্তির সাথে অনুপযোগী বৃত্তিতে যোগ দিতে বাধা দেবে (শিশুদের বয়সের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৃত্তিতে নিয়োগ নিষেধ)

৩৯ (ক) ধারা...শিশুরা যাতে সুস্থভাবে এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়, এবং শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণ ও নৈতিক এবং পার্থিব বঞ্চনার শিকার না হয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বিশেষভাবে তার নীতি নির্ধারণ করবে। (বেড়ে ওঠার সুযোগ প্রদান এবং অবহেলা ও শোষণের প্রতিকার)

৪২ নং ধারা...ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক পরিস্থিতিতে কাজের পরিবেশ এবং মাতৃত্বের ছুটি এই দুইয়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেবে। (নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য ইতিবাচক কাজ)

৪৫ নং ধারা ... এই সংবিধান বলবৎ হওয়ার দশ বছরের মধ্যে, চোদ্দ বছর বয়স পূর্তি অবধি সমস্ত শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা)

৪৭ নং ধারাটি..জনগণের পুষ্টির মান উন্নয়ন বিষয়ক।

স্পষ্টতঃই, এই ধারাগুলি সবই যেহেতু স্কুলে যাওয়ার বয়ঃক্রমে উপনীত শিশুদের জন্য, সেহেতু শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষকদের জন্য এ সবকটিই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করার সময় শিক্ষকেরা এই সাংবিধানিক ধারাগুলিকে মর্যাদা দিলে উপকৃত হবেন।

এইসব সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে অনেকগুলি আইনও প্রণীত হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

৬.৪.২. আইনী ব্যবস্থা

১৮৯০	অভিবাবক ও শিশু আইন (Guardian and Wards Act)
১৯২৯	বাল্যবিবাহ নিবারণী আইন (Child Marriage Restraint Act)
১৯৩৩	শিশু (শ্রমের প্রতিশ্রুতি) আইন [Children (Pledging of Labour) Act]
১৯৪৮	কারখানা আইন (The Factories Act)
১৯৫৬	নারী পাচার নিবারণী আইন (Immoral Traffic Prevention Act)
১৯৫৬	হিন্দু নাবালক ও অভিবাবকত্ব আইন (The Hindu Minority and Guardianship Act)
১৯৫৬	যুবকযুবতী (ক্ষতিকারক প্রকাশনা) আইন [Young Person (Harmful Publication) Act]
১৯৫৬	অপরাধী পর্যবেক্ষণ আইন (Probation of Offenders Act)
১৯৬০	শিশু আইন (Children's Act)
১৯৬০	অনাথ আশ্রম এবং অন্যান্য দাতব্য সংস্থা (পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিষয়ক আইন [The Orphanages and other Charitable Homes (Supervision and Control) Act]
১৯৬১	পণপ্রথা নিবারণী আইন (Dowry Prevention Act 1961)
১৯৬১	মাতৃত্ব আইন (Maternity benefit Act))
১৯৮৬	শিশু শ্রমিক (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act]
১৯৮৬	শিশু বিচার আইন (Juvenile Justice Act)
১৯৮৬	নারীপাচার নিবারণ আইন (Immoral Traffic Prevention Act)
১৯৮৬	নারীদেহের কুৎসিত প্রদর্শন (নিবারণী) আইন [Indecent Representation of Women (Prohibition) Act]
১৯৮৭	সতীদাহ নিবারণী আইন সংক্রান্ত আয়োজন (Commission of Sati Prevention Act)
১৯৯০	নারী আইন বিষয়ে জাতীয় কমিশন, ১৯৯০ (National Commission for Women Act 1990)
১৯৯২	শিশুর খাদ্যবিষয়ক আইন [The Infant substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act]
১৯৯৪	প্রাক্-জন্ম রোগ নির্ধারণ পদ্ধতি (নিয়ন্ত্রণ, নিরারণ ও অপব্যবহার) আইন [The Pre-natal Diagnostic Technique (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act]
১৯৯৫	সমান সুযোগ, অধিকার, সুরক্ষা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ আইন (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act)

বিভিন্ন ঘোষণা ও সম্মেলনে গৃহীত মৌলিক নীতিগুলি সবই উপরোক্ত ব্যবস্থা ও আইনের অন্তর্গত হয়েছে। আশা করা যায় যে এসব ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সংবেদনশীল হয়ে উঠবে ও সেগুলি যাতে কার্যে পরিণত হয় তাও দেখবে।

আপনারা অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২

(১) শিশুর যত্ন ও বিকাশের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন।

(ক) রাষ্ট্র, ধর্ম, জাতপাত, জাতি এবং -------------- এর ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে ------------------------ করবে না।

(খ) বিভিন্ন ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা যেমন, নারী পাচার, দেহব্যবসা, যৌন-নিগ্রহ, --------------- ইত্যাদি।

(গ) শিক্ষা এবং -------------- ক্ষেত্রে আরো উন্নত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিকাশ সাধন।

(ঘ) সমৃদ্ধতর এবং ---------- জীবনের জন্য সার্বিক বিকাশ।

(২) কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশু কল্যাণ থেকে শিশুর বিকাশে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হল।

(ক) দ্বিতীয় পরিকল্পনা

(খ) পঞ্চম পরিকল্পনা

(গ) অষ্টম পরিকল্পনা

(৩) আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুর যত্ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ?

(ক) শিশুদের জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন

(খ) সুসংহত শিশুবিকাশ সেবাপ্রকল্প চালু করা

(গ) জাতীয় শিশুনিধি প্রতিষ্ঠা।

(৪) শিশু সুরক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯৭ - ২০০২) রণনীতি সম্পর্কে দু তিন পংক্তিতে লিখুন

----

(৫) শিশুর অধিকার সম্পর্কিত মৌল নীতিটির জন্য সংবিধানে বেশ কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) মানবজাতি তার দেয় শ্রেষ্ঠবস্তুটি শিশুকে দিতে দায়বদ্ধ

(খ) শিশুর সুরক্ষা ও বিকাশের বিষয়ে গৃহীত নীতিগুলি শিশুস্বার্থের কথা ভেবে তৈরী হবে

(গ) শিশুরা জাতির ভবিষ্যত এবং মূল্যবান সম্পদ

(৬) সংবিধানে শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান বিষয়ক ধারা কোনটি? ধারা নং

(৭) আইন ও তার উদ্দেশ্যকে পাশাপাশি সাজান

ক	খ
১) বাল্যবিবাহ নিবারণী আইন (১৯২৯)	১) কন্যাভ্রূণ হত্যা নিবারণ
২) শিশুশ্রমিক — নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৮৬)	২) শিশুবিবাহ রদ করা
৩) প্রাক জন্মরোগ নির্ধারণ পদ্ধতি আইন (১৯৯৪)	৩) বিপজ্জনক বৃত্তিতে শিশুনিয়োগ
	৪) নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য ইতিবাচক কাজ

৬.৫ বিচার্য বিষয়

আজ আমাদের দেশে শিশু কী অবস্থায় রয়েছে তা জানতে পরিবার, বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার অবস্থানটি বুঝতে হবে।

৬.৫.১ গৃহে শিশু

ভারতবর্ষে তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বহু শিশু তাদের নিজ পরিবারেই বিভিন্ন প্রকার শোষণের শিকার হচ্ছে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো—

(ক) যেখানে বাবা-মা কাজে যান সেখানে বহু-শিশুকে তার ছোট ভাইবোনের লালন পালনের ভার নিতে হয়। তার ফলে, তারা নিজেরা খেলাধূলা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। শিশু শ্রমিকের অস্তিত্ব বহু বিস্তৃত। বহু শিশু শ্রমিককে রান্নাঘরের জ্বালানী সরবরাহ ও পরিবারের খাদ্য সংস্থান করার দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। উপরন্তু, সংসারের টুকিটাকি ও অন্যান্য কাজে নানাভাবে তাদের ব্যবহার করা হয়।

(খ) পরিবারে অবাঞ্ছিত শিশুর অবস্থানটি বড় করুণ। কখনো আরো অনেকগুলি শিশু থাকার কারণে অথবা শিশুটি আকাঙ্খিত লিঙ্গের নয় বলে শিশুটিকে অবাঞ্ছিত ভাবা হয়। তদুপরি, জীবনধারণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে যেখানে বাবা মা দুজনেই চাকুরী করেন, সেখানে শিশুরা রীতিমত সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। ফলে, তাদের আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। তাছাড়া, যদি শিশু পঙ্গু বা অপরের ধারাবাহিক মনোযোগ ও সাহায্যের

উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সে আরো বেশী অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে, আর অবাঞ্ছিত হওয়ার কারণেই সে কম স্নেহ পায়, ভাইবোন ও বন্ধুদের বিদ্রুপের শিকার হয়। সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে জোটে অবহেলা। পরিশেষে তার ফলে তাদের ভাগ্যে জোটে নিম্নমানের শিক্ষা। কোনো দোষ ছাড়াই শিশুটি বৈষম্য আর অবহেলার শিকার হয়ে বেঁচে থাকে।

(গ) অধিকাংশ পিতামাতা আজও মনে করেন তাদের শিশুর কিসে ভালো হবে সেটি তাঁরাই সবচেয়ে ভালো জানেন। ফলে তাঁদের সন্তানেরা নিজের পছন্দমত তাদের জীবনকে তৈরী করে নেবে এটি তাঁরা মানতে চান না। শিশুর জীবনটি তার নিজস্ব, অথচ সে জীবনে কি হতে চায়, তা নির্বাচন করার স্বাধীনতা তার নেই।

৬.৫.২ শ্রেণীকক্ষে শিশু

বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষাপদ্ধতিতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যাবে ঃ

(১) **ব্যক্তিগত মনোযোগের অভাব ঃ** শিশুরা শিক্ষা পায় দলবদ্ধভাবে। সেই দল ছোট হতে পারে, আবার বড়ও। তাতে কোনো শিশুর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি নেই। শিক্ষক/শিক্ষিকারা অস্তিত্বহীন এক গড় পড়তা ছাত্র/ছাত্রী কল্পনা করে নিয়ে গোটা ক্লাসকে একসাথে পড়ান। এই প্রক্রিয়ায় যারা দ্রুত শিখতে পারে অথবা যারা অপেক্ষাকৃত শ্লথ, তারা কেউই শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে পড়াশোনা বা বিদ্যালয় বহির্ভূত বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ পায় না।

(২) **কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবন ঃ** কী কী বিষয়ে পড়তে হবে, দিনে ক' ঘন্টা পড়তে হবে (অর্থাৎ বিদ্যালয়ে থাকার সময়) এবং কোথায় বসে পড়তে হবে (বিদ্যালয়ে) এইসব কঠিন শৃঙ্খলায় বাঁধা হয়ে থাকে শিশুর জীবন। শিশুর সেখানে বন্দী-দশা। ফলে তার বিকাশও নানাভাবে ব্যহত হয়। শিক্ষকরা বা বড়রা যা বলবেন তা এবং স্কুলের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তাকে চলতে হবে। এর ফলে স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে অথবা তা হয়ে পড়ে একান্তই অবদমিত। মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার সুযোগের অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়।

(৩) **বিশ্রামের অভাব ঃ** বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক নির্ঘন্ট এমনই আঁটোসাটো যে শিশুর বিশ্রাম, খেলাধূলার অথবা অন্যান্য আনন্দদায়ক কাজে অংশ নেওয়ার অবসর বড় একটা থাকে না। শহরাঞ্চলে সেটা অনেক সময় ঘটে বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্বের কারণে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়ানোর ধারণা এখনও জনপ্রিয় হয় নি। আর, তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে নিজের গ্রামের কাছাকাছি ভালো বিদ্যালয়ও জোটে না। ফলে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক চাপের শিকার হয়ে পড়ে।

(৪) **দৃষ্টিভঙ্গীগত সমস্যা ঃ** শিশুদের দেখা হয় ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে— অনেকটা ভবিষ্যতের বিনিয়োগের মতো। বড়রা অনেক সময়েই উপলব্ধি করতে পারে না যে একটি শিশু তার জন্মের মুহূর্ত থেকেই একজন স্বাধীন নাগরিক। আর একটি দৃষ্টিভঙ্গীগত সমস্যা দেখা দেয় যখন সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবার থেকে আসা শিশুরা শিক্ষকদের অধিক মনোযোগ পায়। তা অপেক্ষাকৃত কম প্রতিষ্ঠিত বাবা মায়ের সন্তানের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করে। সচেতন বা আধা সচেতন ভাবে শিক্ষকরা কিছু বদ্ধমূল মানসিকতা নিয়েই কাজ করেন। ফলে তারা মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কৃত করেন অথবা একেবারেই মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁরা ভুলে যান যে প্রতিটি শিশুরই কিছু ইতিবাচক সম্ভবনা রয়েছে আর সেগুলিকে খুঁজে নিয়ে বিকশিত করে তোলাই তাঁর কাজ। বড়দের বিশেষ করে শিক্ষকদের, এই মনোভঙ্গী খুবই ক্ষতিকর। এতে শিশুর বেড়ে ওঠা ও পূর্ণ বিকাশের সম্ভবনা— দুই-ই রুদ্ধ হয়।

৬.৫.৩ জনগোষ্ঠীতে শিশু

একটু লক্ষ্য করলেই সমাজেও শিশুদের অধিকার কি সাংঘাতিকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা বোঝা যাবে। শিশু পাচার, গণিকাবৃত্তিতে শিশু নিয়োগ, শিশুর যৌন নিগ্রহ, মাদকদ্রব্য ফেরী করা এসবই নিয়মিত ঘটে চলেছে। শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রবল পরিমাণ বেড়েছে, এবং তার ফলে শিশুরা হয়ে পড়েছে সমাজে সবচেয়ে বেশী বিপদাপন্ন।

শিশু শ্রমিক শোষণের পাপটি চাইলেই বিদূরিত হবে না। কারণ, দারিদ্র, অশিক্ষা ও বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার গভীরে তার শিকড় প্রোথিত। শিশুরা নানারকম বিপজ্জনক শিল্পে নিয়োজিত হচ্ছে যেমন, বাজী তৈরী, বা দেশলাই তৈরীর কারখানায়, কার্পেট তৈরীর কাজে, চুড়ির কারখানায়, হীরে কাটার কাজ ইত্যাদিতে। এই শোষণ অনেক ক্ষেত্রেই এত তীব্র যে এইসব শিশুদের একটি বড়ো অংশ উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সুযোগ না পেয়েই তাদের শৈশব পার করে দেয়।

৬.৫.৪ প্রতিবন্ধী শিশু

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা ইচ্ছেমত এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতে পারে না। তাদের উপযুক্ত পাঠ্যক্রম পায় না, তাদের ক্ষমতার উপযোগী বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি লাভ করে না।

প্রশ্ন হলো, বিদ্যালয়ের চার দেওয়াল, সেমিনার ও শিক্ষায়তনিক আলোচনার বাইরে আমরা এইসব সমস্যার কতদূর খবর রাখি ? শিশুদের এইসব সমস্যা সামাজিক বিশৃঙ্খলার অন্তর্গত ও তাদের আশু সংশোধন প্রয়োজন। এইজন্য সাধারণ মানুষ ও সমাজকে সংবেদনশীল ও শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। আর, এখানেই শিক্ষকদের ভূমিকা বড় হয়ে উঠেছে।

আপনাদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩

(১) শিশুর অধিকারের প্রশ্নটি কী অবস্থায় রয়েছে সেটি জানতে কোথায় যেতে হবে ?

(ক) পরিবারে
(খ) বিদ্যালয়ে
(গ) সাধারণ জনগোষ্ঠীতে
(ঘ) উপরোক্ত স্থানগুলিতে

(২) শিশুরা যে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত মনোযোগ পায় না তার সবচেয়ে বড় কারণ হলো

(ক) শিক্ষা ব্যবস্থা
(খ) কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবন
(গ) দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যা
(ঘ) এগুলির কোনোটিই নয়

(৩) শিশু শোষণ ও তার ধরণগুলিকে পাশাপাশি সাজান

শোষণ	শোষণের ধরণ
(১) ভাইবোনের দেখাশোনা করা	(ক) শিশু শ্রমিক
(২) বাবা-মায়ের আকাঙ্খিত লিঙ্গ নয়	(খ) অবাঞ্ছিত শিশু
(৩) কার্পেট তৈরী, বাজী কারখানা, হীরে কাটা ইত্যাদি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শিশু নিয়োগ	(গ) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভূমিকা পালন/কার্যাবলী

(৪) শিশুশ্রমিক হিসেবে শিশু শোষণের তিনটি মূলগত কারণ বিবৃত করুন

(ক) --
(খ) --
(গ) --

(৫) প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ শিশুর চাইতে বেশী করে যে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয় তা তালিকাভুক্ত করুন

(ক) --
(খ) --

(৬) সমাজে শিশুরা বড় ধরণের যে সমস্ত শোষণের সম্মুখীন হচ্ছে তার যে কোনো তিনটি বিবৃত করুন

(ক) --
(খ) --
(গ) --

৬.৬ শিক্ষক প্রশিক্ষক ও শিক্ষকের ভূমিকা

আজ শিক্ষক/শিক্ষিকারা এক গুরু দায়িত্বের মুখোমুখি। তাঁদের শিশুর অধিকার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত, শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে। আগামী দিনের শিক্ষকদের প্রশিক্ষক হিসেবে, আপনার প্রধান কর্তব্য হল এটি নিশ্চিত করা যে তাঁরা যেন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারেন, যাতে আগামী প্রজন্ম মৌলিক অধিকার ভঙ্গের অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে। শিক্ষাদানের সময় আপনারা যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তা হল ঃ

- শিশুর অধিকার যাতে রক্ষা হয় ও কোনোভাবে লঙ্ঘিত না হয় সেটি দেখতে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সচেতন করুন;
- শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের শিশুদের জন্য বহুমুখী পাঠক্রম চালু করতে উদ্বুদ্ধ করুন যাতে অন্যান্য শিশুর সাথে প্রতিবন্ধী শিশুরাও একটি সুসংহত শিক্ষা ক্রমের সুযোগ লাভ করতে পারে।
- শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন যাতে সকল ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণী কক্ষে জাত, শ্রেনীও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান ব্যবস্থা পেতে পারে।
- সব শিশুই তার আপন অধিকারে যে স্বাধীন নাগরিক এবং বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের চাইতে কোনোভাবেই শিশুকে খাটো করে দেখা উচিত নয়, এই বোধ শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মনে গেঁথে দিন;
- শিশুরা ভাগ করে তাদের টিফিন খাক, এবং জাত বা শ্রেনী নির্বিশেষে তারা যেন নানা ধরণের খাদ্য গ্রহণ শৈলী উপভোগ করতে শেখে সেদিকে মনোযোগ দিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করুন;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জনগোষ্ঠীর কাজে অংশ নিতে উৎসাহ দিন যাতে সমাজে, সাধারণভাবে শিশুর স্থান ও বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ও অবাঞ্ছিত শিশুদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারেন;
- শিক্ষকদের ক্লাসরুমে শেখাবার বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জাম (teaching aids) ও অন্যান্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলুন যাতে পাঠগ্রহণে অপেক্ষাকৃত শ্লথ শিশুরাও উপকৃত হতে পারে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে আপনার ছাত্র/ছাত্রীদের মনে যদি শিশুর প্রতি ইতিবাচক ধারণা গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে শিশুর অধিকার সুরক্ষার কাজে আপনি আপাতত স্থিরকৃত পদক্ষেপটি নিয়ে ফেললেন। এই অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে কিছুই যে করা হয় নি তা নয়। তবে আরো অনেক কিছু করার আছে। যারা শোষিত হচ্ছে এবং যারা শোষণ করছে উভয়কেই এইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এই শোষণের জন্য কী মূল্য দিতে হবে সেই বোধ জাগ্রত না হলে সব প্রচেষ্টাই বৃথা।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৪

(১) বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্যক্রমে কোন ধরণের শিশু সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় ঃ

(ক) প্রতিবন্ধী শিশু।
(খ) বিদ্যালয়ের সকল শিশু।
(গ) কর্মরত শিশু।
(ঘ) অনাথ আশ্রমের শিশুরা।

(২) শিশুর অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের যে ধারণা দিতে হবে তা হলো—

(ক) শিশুরা ফুলের মতো, অতএব তাদের সুরক্ষা কর্তব্য।
(খ) তারা অপরিণত অতএব নিজেদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম।
(গ) তারা আপন অধিকারে স্বাধীন নাগরিক এবং সেভাবেই তাদের নিজেদের পছন্দ অপছন্দ ঠিক করে নিতে দিতে হবে।

(৩) শারীরিক ও মানসিক চাপ কাটাতে শিশুর প্রয়োজনটি চিহ্নিত করুন।

(ক) যথেষ্ট বিশ্রাম ও খেলাধূলার জন্য পর্যাপ্ত সময়।
(খ) বিদ্যালয়ে ও বাড়ীতে তার বিভিন্ন কাজে সহায়তাদান।
(গ) পরীক্ষা থেকে দূরে রাখা।

(৪) খাদ্যভাগ করে খাওয়া ও খাদ্য গ্রহণের বিভিন্ন শৈলী উপভোগের মাধ্যমে মনোভাবের কি ধরণের পরিবর্তন ঘটানো যায় ?

(ক) বিভিন্ন ধরণের খাবারের ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি জানা।

(খ) একতা ও বৈষম্যহীনতার ধারণার বিকাশ।

(৫) শিশুর অধিকারের প্রতি ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে কী কী করণীয় সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৬.৭ সারসংক্ষেপ করা যাক

লীগ অব নেশন্সে গৃহীত শিশুর অধিকার সম্পর্কে জেনেভা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৪ সালে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি দানের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূচনা হয়। এই অধিকারগুলিকে দাসত্ব, শিশুশ্রমিক, শিশুপাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ভাবা হয়েছিল। এই পদক্ষেপকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেলো রাষ্ট্রসংঘের তিনটি সামগ্রিক ঘোষণা/চুক্তির মাধ্যমে। যেমন ১৯৫৯ সালের ঘোষণা, ১৯৮১ সালের চুক্তি, এবং শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে ১৯৯০ সালের বিশ্বঘোষণা। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালনের মাধ্যমে শিশুর অধিকার রক্ষা ও সে সম্পর্কে বোধ জাগ্রত করার প্রয়াসে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলো। ১৯৯২ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ভারতও তার সায় জানালো।

শিশুকল্যাণের ধারণাটি ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত। ভারতীয় সংবিধানে শিশুরা যাতে বৈষম্য ও শোষণের শিকার না হয় সে জন্য অনেক ব্যবস্থার কথা বলা আছে। শিশুকে বড়দের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে ও একটি সুপরিকল্পিত ও সুষম বিকাশের পরিবেশ শিশুর জন্য গড়ে দিতে চায় এই সংবিধান। ভারত সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশুর বিভিন্ন কল্যাণ পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। তাছাড়া, সুসংহত শিশু বিকাশ পরিষেবা এবং জাতীয় শিশুনিধি (National Children Fund) -র মত কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মা ও শিশুর জন্য অনেকগুলি সেবাপ্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্যে পরিকাঠামো ও তৈরী হয়েছে। তাছাড়া আছে ১৯৯৩ সালে প্রবর্তিত জাতীয় পুষ্টিনীতি (National Nutrition Policy), ১৯৯০ সালে গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিষয়ক দপ্তর এবং ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া পাল্‌স পোলিও প্রতিষেধক প্রকল্প।

পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কি তার সমস্যা ও চিনে নেওয়া যাবে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মনোযোগ দাবী করে এমন অনেক বিষয়। পরিবারে শিশুকে নানাভাবে তার পিতামাতার কাজে সহায়তা করতে হয়, যেমন ছোট ভাইবোনের দেখাশোনা, ফাইফরমাশ খাটা, সংসারের বিভিন্ন কাজ করা এবং কখনো কায়িক শ্রম দিয়ে পরিবারের অর্থের যোগান দেওয়া। তার ফলে, তার বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবসর, খেলাধূলো, পড়াশোনার সুযোগ ইত্যাদি তার ভাগ্যে জোটে না। অবাঞ্ছিত ও প্রতিবন্ধী শিশুরা স্নেহ বা মনোযোগ কোনোটিই পায় না।

বিদ্যালয়ে যেহেতু শিক্ষা দেওয়া গণভিত্তিতে আঁটোসাঁটো রুটিন, ছকে বাঁধা নিয়মে আর শিক্ষকরা যেহেতু বিশেষ মনোভঙ্গীর শিকার, তাই সেখানে শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও সৃজনমূলক সম্ভাবনার বিকাশ বড় একটা ঘটে না। সমাজও নানাধরণের শোষণমূলক কাজের যথা শিশুশ্রমিক, শিশু পাচার, গণিকাবৃত্তি ও যৌন নিগ্রহ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে শিশুর বাঁচার আনন্দ হরণ করে নেয় এবং সুনাগরিক হয়ে ওঠার পথ অবরুদ্ধ করে দেয়।

শিশুদের এই সমস্যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা হিসেবেই দেখা উচিত। আর সেকারণেই তার প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। সঠিক মনোভঙ্গী তৈরী করে দিতে শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাঁরাই পারেন আগামী প্রজন্মের অধিকার সুরক্ষিত করতে। তাঁদের উচিত বৈষম্যহীন একটি বাতাবরণ তৈরী করা এবং বিভিন্ন শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী বৈচিত্র্যধর্মী পাঠ্যক্রম তৈরী করা যাতে প্রতিবন্ধীরা ও সাধারণ শিশুদের সাথে একই সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারে। তাদের কার্যক্রমে যথেষ্ট নমনীয়তা থাকা চাই যাতে শিশুরা খেলাধূলোও বিশ্রামের অবসর পায়। শিক্ষকরা সমাজের সাথে মিলে-মিশে কাজ করবেন যাতে সমাজে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীটি গড়ে উঠতে পারে এবং শিশু স্বাধীনতাও স্বীকৃতি পেতে পারে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ সূত্র

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১

(১) (ক) শ্রেষ্ঠ (খ) ১৮

(২) প্রতিবন্ধী শিশু হলে অবৈতনিক শিক্ষা ও বিশেষ যত্ন

(৩) এই ঘোষণায় বিবৃত দশটি নীতি শিশুর স্বাধীনতার ব্যাপারে কিছুই বলে না। এটি শুধুই নীতির ঘোষণা

(৪) খ

(৫) ১৯৯০

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২

(১) বৈষম্য

(ক) বৈষম্য করা, জন্মের স্থান

(খ) শ্রমে বাধ্য করা

(গ) স্বাস্থ্য

(ঘ) অর্থবহ জীবন

(২) পঞ্চম পরিকল্পনা

(৩) গ

(৪) শিশুর বিকাশকে শুধু জাতির ভবিষ্যতের জন্য একটি বাঞ্ছনীয় সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবে গুরুত্ব দিলে চলবে না, তাকে প্রতিটি শিশুর পরিপূর্ণ সম্ভাব্য বিকাশের অধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

(৫) ক

(৬) ৪৫ নং ধারা

(৭) (i) খ (ii) গ (iii) ক

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩

(১) ঘ

(২) ক

(৩) ১ (গ) ২ (খ) ৩ (ক)

(৪) (ক) দারিদ্র্য (খ) নিরক্ষরতা (গ) জনস্ফীতি

(৫) (ক) অনুপযুক্ত পাঠ্যক্রম এবং (খ) তাদের প্রয়োজনের উপযোগী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের অভাব

(৬) শিশুপাচার, গণিকাবৃত্তি, যৌন নিগ্রহ, মাদকদ্রব্য ফেরী করা

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৪

(১) ক

(২) গ

(৩) ক

(৪) খ

(৫)
- সমাজ ও শিশুর প্রতিপালনের সাথে জড়িত সকল বয়স্কদের শিশুর অধিকার ও শোষণ সম্পর্কে অবহিত করতে সচেতনতা অভিযান শুরু করা
- শিশুর প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- বিকাশ ও সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা

৬.৯. পরিশিষ্ট ঃ

শিশুর অধিকার বিষয়ক চুক্তি (১৯৮৯) শিশুর অধিকার চুক্তির প্রধান দিকগুলি নিম্নরূপ

১. প্রত্যেক শিশুর বেঁচে থাকার স্বাভাবিক অধিকার আছে এবং রাষ্ট্র শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশকে যতদূর সম্ভব সুনিশ্চিত করবে।

২. প্রত্যেক শিশুর একটি বিশেষ নামের ও জাতির অন্তর্গত হওয়ার অধিকার, জন্মমুহূর্ত থেকেই আছে।

৩. বিচারালয়ে কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে অথবা প্রশাসনে অভিভাবকরা যখনই শিশুর প্রশ্নটি বিচার করবে তখনই কিসে তার ভালো হয় সে ভাবনাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পাবে। শিশুর নিজস্ব মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হবে।

৪. প্রতিটি শিশু যাতে কোনো বৈষম্য বা ভেদনীতির শিকার না হয়ে পূর্ণ অধিকার ভোগ করে, রাষ্ট্রকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫. শিশুর মঙ্গলপ্রদানে সমর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ কোনো শিশুকে তার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না।

৬.

রাষ্ট্র তার নিজের সীমানার ভিতরে ও বাইরে যাতায়াত অনুমোদন করে বিচ্ছিন্ন পরিবারের পুনর্মিলনের পথ সুগম করবে।

৭. শিশুর বিকাশের প্রাথমিক দায়িত্ব যদিও তার পিতামাতার, তথাপি রাষ্ট্র যথাযথ সহায়তা দান করবে ও শিশুকল্যাণ গড়ে তুলবে।

৮. শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন এবং যৌন অপরাধ বা শোষণের হাত থেকে রাষ্ট্র শিশুকে রক্ষা করবে।

৯. রাষ্ট্র পিতৃমাতৃহীন শিশুদের যত্নের যথোপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা নেবে। দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সর্তকতার সঙ্গে নিয়মানুগ করতে হবে এবং দত্তক গ্রহণকারী পিতামাতা যদি শিশুকে তার জন্মভূমি থেকে বাইরে নিয়ে যেতে চান তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে নিরাপদ ও আইনানুগ করে তুলতে আর্ন্তজাতিক চুক্তি সম্পাদনের প্রয়াস চালাতে হবে।

১০. প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ আচরণ, শিক্ষা ও যত্ন পাবার অধিকার আছে।

১১. যে কোনো শিশুর সর্বোত্তম স্বাস্থ্যলাভের অধিকার রয়েছে। সকল শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেবে এবং বিশেষ জোর দেবে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ওপর।

১২. প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্ত্তিতাতে যেন শিশুর সম্মান লঙ্ঘিত না হয়। শিশুরা যাতে উপযুক্ত বোধ, শান্তি ও সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবেশ করতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থা সেদিকেই দৃষ্টি দেবে।

১৩. শিশুদের বিশ্রাম ও খেলাধূলোর জন্য অবসর থাকা চাই এবং সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক কাজের সুযোগ সব শিশুই সমানভাবে পাবে।

১৪. রাষ্ট্র শিশুকে অর্থনৈতিক শোষণ ও যে ধরনের কাজ তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের পরিপন্থী তার হাত থেকে রক্ষা করবে।

১৫. রাষ্ট্র শিশুকে মাদকদ্রব্যের বেআইনী ব্যবহার থেকে বাঁচাবে ও মাদকদ্রব্য উৎপাদন অথবা পাচারের প্রক্রিয়ায় জড়িত হতে দেবে না।

১৬. শিশু অপহরণ ও শিশুপাচার রদ করতে সব রকম প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

১৭. ১৮ বছরের অনুর্দ্ধ কোনো শিশুকে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা মৃত্যদন্ডে দন্ডিত করা যাবে না।

১৮. অবরুদ্ধ শিশুকে প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। তার প্রতি কোনো নিষ্ঠুরতা বা তাদের উপর অত্যাচার করা চলবে না। অপমানজনক আচরণ করাও চলবে না।

১৯. পনেরো বছরের অনুর্দ্ধ কোনো শিশু সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে না। যে শিশুরা সশস্ত্র যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে, তাদেরকে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত শিশুরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও ভাষা স্বাধীনভাবে উপভোগ করবে।

২১. যে শিশুরা দুর্ব্যবহার, অবহেলা বা অবরোধের শিকার হয়েছে তাদের সুস্থ হয়ে ওঠা ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ চিকিৎসা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা চাই।

২২. যে সকল শিশু ফৌজদারী আইন ভঙ্গ করেছে তাদের সাথে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তাদের আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হয় এবং তারা সমাজের মূলস্রোতে মিশে যেতে পারে।

২৩. সকল রাষ্ট্র চুক্তিপত্রে স্বীকৃত অধিকারগুলি সম্পর্কে শিশু ও বয়স্কদের ব্যাপকভাবে অবহিত করে তুলবে।